২৭-০২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য রোজ জ্ঞানের আপেল খাও"

প্রশ্নঃ - কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছতে কোন্ পুরুষার্থ করতে হবে ?

*উত্তরঃ - এমন অভ্যাস করো যাতে বাবা ছাড়া বুদ্ধিতে আর কারও স্মরণ না আসে । অন্ত মতি সো গতি অর্থাত্ তোমার অন্তিম ভাবনাই তোমাকে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে; যখন এমন অবস্থা হবে, যখন বুদ্ধিতে অন্য কারও স্মরণ থাকবেনা তখন সদা হর্ষিতও থাকবে আর কর্মাতীত অবস্থাও লাভ করবে । তোমাদের পুরুষার্থ আত্ম-অভিমানী হওয়ার । আত্মা আত্মাদের দেখলে, আত্মাদের সাথে কথা বললে সেখানে সবসময় খুশি থাকবে । স্থিতি অচল হবে ।

গীতঃ- তুমি মাতা আর পিতাও তুমিই ...

ওম্ শান্তি । এই গান যথার্থ। কারণ সমগ্র সৃষ্টির রচয়িতা এবং যাঁর মাধ্যমে তিনি রচনা রচেন তাঁদেরই মাতাপিতা বলা হয়ে থাকে । কোনও সাকার বা সূক্ষ্মাকারকে রচয়িতা বলা যায়না । রচয়িতা এক এবং একমাত্র নিরাকারকেই বলা হয়ে থাকে । তোমরা বাচ্চারা এখন এটা বুঝেছ, তারা এই গান এমনিই গায় । ভক্তদের বুদ্ধিতে এটাই থাকে যে, তাদের শুধু ভক্তি করতে হবে, কিন্তু তারা জানেনা তারা কার পূজা করবে । একমাত্র ভগবান যাঁকে মাতাপিতা বলা হয় তাঁকেই পূজা করা উচিত্ । অনেকের পূজা নয় । তারা বলে, ভগবান এসে ভক্তির ফল দেবেন; ফল অথবা বরসা, দুটোই এক জিনিস । যখন একটা বাচ্চা জন্মায় তার পিতার কাছ থেকে সে উত্তরাধিকার লাভ করে । এই হলো ভক্তিমার্গের গায়ন । তারা তাঁকে স্মরণ করে, তিনি এসে তাদের ভক্তির ফল দেবেন । এটাও বলা হয়, জ্ঞান এবং ভক্তি । ভক্তির ফলই জ্ঞান । তোমরা যথার্থ জানো, ভক্তি কখন শুরু হয় । কেউ এটা জানেনা ; জ্ঞানের সময়কাল দিন আর ভক্তির সময়কাল রাত । দিন এবং রাতের ভাগ নিশ্চয়ই অর্ধেক অর্ধেক হবে ! শাস্ত্রে কালচক্রের সময়কাল অনেক বড় করে লিখেছে । তারা জ্ঞানের সময় দীর্ঘ করেছে আর ভক্তির সময়কে কম । তারা দ্বাপর আর কলিযুগকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে দেখিয়েছে । সেটা দিনরাত্রির সময়ের যথার্থ নির্ণয় নয় । এমনকি তারা শুক্ল পক্ষ, কৃষ্ণ পক্ষের কথাও বলে । শাস্ত্রে এই শব্দের উল্লেখ আছে । তারা বলে যে, তোমরা যখন শাস্ত্র মানোনা, তখন শাস্ত্রে বলা উক্তি কেন বলো ? তাদেরকে তোমাদের বোঝাতে হবে, শাস্ত্রের সার বাবাই তোমাদের শোনান । অমুক শাস্ত্রে এটা ঠিক নয়, ওটা ঠিক; রেফারেন্স দিতেই হবে । প্রদর্শনীতে তোমরা যেমন হনুমান, গণেশ, বামন অবতার ইত্যাদি ইত্যাদি ছবি দেখাও । তাদের বোঝানোর জন্য এই ছবিগুলো দেখাতে হবে । যে জিনিসগুলো ভুল সেগুলো সম্পর্কে ব'লে যেটা ঠিক সেটা বুঝিয়ে দেবে । তারা বাবার মহিমা করে, গায় 'শিবায় নমঃ' , আবার তারপরে তারা লিখেছে, তুমি মাতা, তুমি পিতা । তাঁর একটা নাম তো দিতে হবে । মানুষ জানেনা কে তাদের পিতা । তারা বলে, হে গড ফাদার, তাদের বুদ্ধি সেদিকেই ধাবিত হয় । যখন মানুষ প্রার্থণা ইত্যাদি করে, তারা জানে যে, পরমপিতা পরমাত্মা পরলোকে নিবাস করেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকে স্মরণ করলে বুদ্ধি সূক্ষ্মবতনে যাবে । ফার্স্ট, সেকেণ্ড এবং থার্ড ফ্লোর আছে । মূল কথা হলো তারা বাবাকে ভুলে গেছে । বাবা এসে অভিযোগ জানান, তোমরা তাঁর অনেক গ্লানি করো । বাবা, যিনি সবার সদগতি দাতা, সেই তারাই বসে বসে বাবার গ্লানি করে । ভগবানুবাচঃ- যখন প্রচণ্ডভাবে ধর্মের গ্লানি হয় তখনই আমি আসি । ভারতবাসী

তাদের নিজেদের ধর্মের বদনাম করে; তারা বলে, ভগবান সর্বব্যাপী । ভগবান কি প্রত্যেকের মধ্যে থাকেন ? তারা বলে, ভগবান মত্স্য, কচ্ছপ ইত্যাদি শুধুই রক্তমাংসে গঠিত দেহে অবতরিত হন, নাম হয় কূর্ম অবতার, মত্স্য অবতার, বরাহ অবতার . . . বাবা ভারতবাসী বাচ্চাদেরই জ্ঞান শোনান কেননা তারাই বাবার গ্লানি করে । এমনকি এই বিশিষ্ট অতি প্রিয় বাচ্চা (ব্রহ্মা) তাঁর বদনাম করেছে । এই মানহানিও ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে । এইভাবে তোমরা পাপ আত্মায় পরিণত হও । বাবা প্রত্যেককে পবিত্র করেন কারণ তিনি পতিত-পাবন । তিনি তোমাদের পবিত্র করে বিশ্বের মালিক বানান । বাবা যাদের বিশ্বের মালিক বানিয়েছিলেন তারা তাঁর অনেক অপমান করেছিলো । তোমরা তাদের বোঝাতে গেলে যখন তারা সমাচার পায় যে, অনেক মানুষ লিখতে রাজী হয়েছে যে, তোমরা যা বলছ তা' রাইট, তখন তারা তোমাদের বিশ্বাস করে । এমনকি তারা শ্রীমত্ ভাগবত গীতার কথা বলে; ভগবানের শ্রীমত্ শ্রেষ্ঠতম থেকেও শ্রেষ্ঠ মত্ । উচ্চতম থেকেও যিনি উচ্চ তাঁর শ্রীমত্ও শ্রেষ্ঠই হতে হবে । তিনি এসে পতিতকে, ভ্রষ্টাচারীকে শ্রেষ্ঠাচারী বানান । সর্বাগ্রে, তোমাদের এক্-এর পরিচয় দিতে হবে । তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বরক্রম আছে । অনেক বাচ্চারা লেখে, বাবা আমি কি করতে পারি, মায়ার তুফান আমাকে এখানে থাকতে দেয়না । এই -এই বিকার আমার সমস্যার সৃষ্টি করে । বাবা বলেন, তোমাকে তাদের জয় করতে হবে । তানাহলে, পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । টিচার যদি এইরকম কোনও কাজ করে তবে অন্যদের মনে সংশয় হয় যে, টিচারের ব্যবহার এইরকম হলে সে অন্যদের আলাদা কি শোনাবে ! কিছু বিকার সেমি; সতঃ, রজঃ, তমঃ অবস্থা সবকিছুর মধ্যে আছে । সত্যযুগকে সতো বলা হয়ে থাকে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং কলিযুগকে তমো বলা হয়ে থাকে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট; দুনিয়াই ভ্রষ্টাচারী অথচ কেউ নিজেকে ভ্রষ্টাচারী মানেনা । বাবা বোঝান, রাবণ রাজত্বে একজনও কেউ শ্রেষ্ঠ নয় । উদাহরণস্বরূপ, যখন তোমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করবে উচ্চতম থেকেও উচ্চ কে, তারা বলবে ভগবান । তাঁর অক্যুপেশন জানো ? না, অথবা তারা বলবে, সন্ন্যাসীরা শ্রেষ্ঠ কারণ তাঁরা পবিত্র থাকে । তারা নিজেরা সন্ন্যাসীকে ফলো করে । তারা সন্ন্যাসীদের নমস্কার জানায় সুতরাং, তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত্, সন্ন্যাসীদের থেকেও নিশ্চয়ই কেউ শ্রেষ্ঠ আছেন ! সন্ন্যাসীরাও ভগবানের সাধনা করে । আজকাল তারা অনেক ছবি প্রস্তুত করে । তারা ভগবানকে সবচেয়ে উঁচুতে রাখে । রাম অথবা কৃষ্ণের সামনে শিবলিঙ্গম প্রতিষ্ঠা করে এটা বোঝাতে চায় যে ভগবান সবচেয়ে উচ্চ । তানাহলে তারা শিবের পূজা করতো না । তারা নিজেদের রাজ্য শাসন করতো । যখন তারা পতিত হয় তখনই পূজার প্রচলন হয় আর তারা পূজা করতে শুরু করে । নিরাকার পরমাত্মাকে বলা হয় উচ্চতম থেকেও উচ্চ । তিনি পতিত-পাবন, সকলের সদগতি দাতা এবং লিবারেটর । তিনি প্রত্যেককে তাঁর সাথে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান । তোমরা জানো যে, তিনি তোমাদের বাবা । এইসময় আমরা সকলে অসুস্থ, জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা এভার হেলদি আর এভার ওয়েলদি হয়ে যাবো । বলা হয় যে, রোজ অ্যাপল্ খাও তবে তোমরা এভার হেলদি হয়ে যাবে । এটা তোমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখছ । মায়া সবাইকে অসুস্থ বানিয়ে দিয়েছে । এক্ এবং একমাত্র বাবা প্রত্যেককে হেলদি আর ওয়েলদি বানান । এমনকি সূক্ষ্মবতনের আত্মারাও হেলদি । এখানে আত্মারা আনহেলদি, কিন্তু আত্মারা যখন নিরাকার দুনিয়া থেকে প্রথম নীচে নেমে এসেছিলো তারা শুধু সুখ দেখেছিলো । বাবা আমাদের ব্রহ্মার মাধ্যমে অপার সুখ দেন । এখন বিনাশ হতেই হবে । এই যজ্ঞ থেকে বিনাশজ্বালা বেরোবে । মানুষ আলোচনা করে কিভাবে শান্তি হবে, আবার এটাও ভাবে মানুষ চায় এক হয় আরেক । যখন বিনাশ হবে তখনই শান্তি আসবে । তারপরে সব আত্মারা মুক্তিধামে ফিরে যাবে । বিনাশ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই । এই কথাই বা তাদের বলবে কে ? এই ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিগণের অনেক শেষে জ্ঞানলাভ হবে । মানুষ শান্তির খোঁজে একসাথে

মিলেমিশে এক হয়ে যায়, তবুও এভাবে শান্তি আসেনা । বিনাশ আগেও হয়েছিলো । যাদব, কৌরবও ছিলো । গীতার ভগবানও এসেছিলেন । এখনের এই পতিত দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠাচারী আর কেউ নেই । সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী-নারায়ণ, সত্যযুগে রাজ্য শাসন করতেন । ভ্রষ্টাচার অতি মাত্রায় বেড়ে গেছে, সুতরাং, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । বিনাশের পরেই সকলের সুখ শান্তি হবে । সবাইকে বোঝাও যে, তোমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের । প্রথমে এই ধর্মই ছিলো , এখন নেই । আবার নতুনভাবে সেই ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে । এই সময় আমরা ব্রাহ্মণ, দেবতা নই । যখন কেউ ভাষণ দেওয়ার জন্য স্টেজে ওঠে সে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আসে কি বলতে হবে । আমার বাচ্চারা বোঝে কি বলতে হবে । সদগতি দাতা, এক এবং একমাত্র বাবা শান্তি স্থাপন করেন । তিনি লিবারেটর । এটা সেই সময়, যখন সবাই ঘরে ফিরবে । বাবা বাচ্চাদের বলেন, বাচ্চারা ! সত্যযুগে যাওয়ার জন্য নিজেদের উপযুক্ত মনে করো? তোমরা রাবণকে জয় করেছ ? তারা বলে, বাবা ! রাবণকে জয় করার পুরুষার্থ করছি । তারা লজ্জায় প্রত্যেকে হাত ওঠায় । বাবা বলেন, নিজের মুখের দিকে দেখ । কত সময় তোমরা বাবাকে স্মরণ করো ? এমন অবস্থা হওয়া চাই যেন অন্তিমে অন্য কেউ স্মরণে না আসে, তবেই অন্ত মতি সো গতি হোগি অর্থাত্ অন্তিমের ইচ্ছাই গতিপ্রাপ্ত হবে । একমাত্র তখনই কর্মাতীত অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে । একমাত্র তখনই সর্বদা খুশিতে থাকবে যখন অন্যদের সেবা করবে । তোমরা রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার । তোমরা ছাড়া রুহকে কেউ ইনজেকশন দিতে পারবেনা । গায়নও আছে জ্ঞানাঞ্জন সদ্গুরু দিয়েছেন । আত্মা এখন জেনেছে যে, সে সমগ্র সৃষ্টির আদি -মধ্য -অন্তের জ্ঞান পেয়েছে । আত্মা দেহের মাধ্যমে জ্ঞানের সাগরকে বলে, আমাকে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এটা অত্যন্ত খুশির বিষয় । তোমাদের পুরনো বস্ত্র ত্যাগ করে এক নতুন বস্ত্র ধারণ করতে হবে । যে কারণে তোমাদের নাম হয় শ্যাম সুন্দর । তোমরা জানো যে, তোমরা সুন্দর ছিলে, এখন শ্যামল হয়েছ, তোমরা আবারও সুন্দর হওয়ার পথে চলেছ । বাবা তোমাদের সুন্দর বানান আর মায়া, রাবণ তোমাদের কালো বানায় । কামচিতায় চড়ে তোমরা কালো হয়ে যাও । এই সহজ কথাটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে । নলেজ নম্বরক্রম অনুসারে স্টুডেন্টদের বুদ্ধিতে ধারণ হবে । কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত ডাল হেড (স্থূলবুদ্ধি) থাকে । টিচার বলেন, যারা পড়ায় খুব নিস্তেজ, তাদের দেহ-অভিমানের ভার অনেক বেশী । যদি তুমি আত্ম-অভিমানী হও তবে তুমি সর্বদা উত্সাহে আনন্দে ভরপুর থাকবে । আত্মা, আত্মাকে দেখে অর্থাত্ তোমরা আত্মারা তোমাদের ভাইকে দেখলে স্বচ্ছন্দে থাকবে । বাবা তোমাদের বাচ্চাদের দেখে খুশি হন । বাবা বলেন, বাচ্চারা আমি তোমাদের মায়া থেকে লিবারেট (মুক্ত) করে তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই । এই তনে শিববাবা প্রবেশ করেন । তিনি নিশ্চয়ই ভ্রুকুটির মাঝেই বসবেন । এমন নয় যে, গঙ্গা মাথার মধ্যে থেকে বইতে থাকবে । তারা শিবকে ষাঁড়ের ওপরে সওয়ার দেখিয়েছে । তারা ষাঁড়ের ভ্রুকুটিতে শিবের ছবি দেখায় । আত্মা নিশ্চয়ই ভ্রুকুটির মধ্যেই থাকবে । আত্মার স্থান যেখানে অবশ্যই আত্মা সেখানে বসবে । গুরুরা শিষ্যদের তাদের পাশে বসায় । সুতরাং সদ্গুরুও এসে এঁনার পাশে বসবেন । বলা হয় "গুরু ব্রহ্মা " । বিষ্ণু বা শংকরকে গুরু বলা হয়না । সেই ব্রহ্মাই বিষ্ণুর দ্বৈত রূপ । শিবকে গুরু বলা যায় কারণ তিনি সকলকে মুক্তি প্রদান করেন । উচ্চতম থেকেও উচ্চ, তিনি যে ভগবান । এইসব কিছু তোমাদের খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) সদা খুশি থাকতে হলে আত্ম-অভিমানী হতে হবে । আমরা আত্মারা ভাই-ভাই, এই দৃষ্টি নিশ্চয় করতে হবে ।

২) রুহানী সমাজসেবী হয়ে আত্মাদের জ্ঞানের ইঞ্জেকশন দিতে হবে । সবার রুহানী সেবা করতে হবে।

বরদানঃ- মন আর বুদ্ধি সর্বদা সেবায় ব্যস্ত রেখে নির্বিঘ্ন সেবাধারী ভব

যারা যত বেশী সেবায় উত্সাহ -উদ্দীপনা রাখতে পারবে ততই নির্বিঘ্ন হবে কারণ বুদ্ধি সেবায় ব্যস্ত থাকে । যখন বুদ্ধি খালি থাকে তখন অন্য কোনও কিছুর প্রবেশ করার চান্স থাকে কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তুমি সহজেই বাধাবিঘ্ন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে । মন আর বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখতে টাইম-টেবল্ বানাও । সেবা বা নিজের জন্য যে লক্ষ্য স্থির করেছ তাকে প্র্যাকটিক্যালে করার জন্য মাঝে মাঝে অ্যাটেনশন অবশ্যই প্রয়োজন । অ্যাটেনশন কখনও যেন টেনশন-এ বদল হয়ে না যায়, যেখানে টেনশন, সেখানে সমস্যা ।

শ্লোগানঃ- সেবা থেকে পাওয়া আশিস, সুস্বাস্থ্যের সাধন ।